নেতৃত্ব হারালেন শোভন-রাব্বানী

আলী আসিফ শাওন ও মুহম্মদ আকবর

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০৯:০৯

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেছেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে গত রাতে পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা। পরে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শোভন-রাব্বানীর স্থলে সংগঠনের প্রথম সহসভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়কে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অভিভাবক শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের এক সভায় এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি। এ সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব নেতা এতে উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের দেখভালের দায়িত্বে থাকা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক শনিবার রাতে আমাদের সময়কে বলেন, শোভন-রাব্বানী পদত্যাগ করেছে ছাত্রলীগ থেকে। এখন থেকে পরবর্তী সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রলীগে নেতৃত্ব দেবেন সংগঠনের প্রথম সহসভাপতি ও প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আওয়ামী লীগ অফিসে ছাত্রলীগের কক্ষে মাদকদ্রব্যের সন্ধান, বিতর্কিত ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়া, অনৈতিক আর্থিক লেনদেন, সম্মেলনের এক বছর পরও একাধিক শাখায় কমিটি দিতে না পারা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে চাঁদা দাবি, নীতি লঙ্ঘন করে বিমানবন্দরের রানওয়েতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অযাচিত অনুপ্রবেশ, সিনিয়র নেতাদের অসম্মান করা, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা, মধুর ক্যান্টিনে নিয়মিত না যাওয়া, সাংবাদিকদের অসম্মান করাসহ নানা অভিযোগ ওঠে ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতার নামে।

এসব অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে পৌঁছানোর পর তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর পর ছাত্রলীগের এ দুই শীর্ষ নেতাকে গণভবনে প্রবেশের পাস সাময়িক স্থগিত করেন শেখ হাসিনা। এ ঘটনার পর থেকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বড় একটা অংশ শোভন-রাব্বানীকে এড়িয়ে চলা শুরু করেন।

পদ হারানোর শঙ্কায় দিশাহারা ছাত্রলীগের এ দুই নেতা সংগঠনটির দেখভাল করার দায়িত্বে নিয়োজিত ৪ নেতা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ অন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গেও দেখা করেন কিন্তু কেউ কোনো আশার বাণী দিতে পারেননি।

সব জায়গা থেকে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগের এক নেতার মাধ্যমে শেখ হাসিনা বরাবর চিঠিতে গোলাম রব্বানী অনুতাপ প্রকাশ করেন। চিঠির শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা কামনা করেন রাব্বানী। পরে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এসেছে এর কোনোটারই সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি ছাত্রলীগের এ দুই শীর্ষ নেতা ষড়যন্ত্রের শিকার বলে চিঠিতে অভিমত ব্যক্ত করেন রাব্বানী। তবে শোভন-রাব্বানীর কোনো বক্তব্যই আমলে নেননি ছাত্রলীগের সরাসরি অভিভাবক আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি প্রসঙ্গে রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন আমাদের সময়কে বলেন, ‘আমরা আওয়ামী লীগ সভাপতি, দেশরতœ শেখ হাসিনার রাজনীতি করি। তিনি যখন যা সিদ্ধান্ত দেবেন তা মেনে নিতে বাধ্য। আমি মনে করি ছাত্রলীগ করতে হলে সভাপতি পদেই থাকতে হবে এমন তো কথা নেই।’

advertisement

গোলাম রাব্বানী আমাদের সময়কে বলেন, ‘ছাত্রলীগের সর্বোচ্চ অভিভাবক আওয়ামী সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা হাসিমুখে মেনে নেব।’

গত বছরের ১১ ও ১২ মে নেতৃত্ব নির্বাচন ছাড়াই ছাত্রলীগের ২ দিনব্যাপী ২৯তম জাতীয় সম্মেলন শেষ হয়। এর পর ৩১ জুলাই রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভনকে সভাপতি এবং গোলাম রাব্বানীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও মনোনীত করেন তিনি। শোভন-রাব্বানীকে নেতা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সিন্ডিকেটমুক্ত করা হয় ছাত্রলীগকে।